

া মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫১৮৪

পর্ব-২৬: মন-গলানো উপদেশমালা (كتاب الرقاق)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصِيْلُ الثَّنَفْ

আরবী

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا وَنَحْنُ مَعَهُ فَرَأًى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ:
«مَا هَذِهِ؟» قَالَ أَصْحَابُهُ: هَذِهِ لِفُلَانٍ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى
إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عرف
الرجلُ الغضب فِيهِ والإعراضَ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُنْكِرُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالُوا: خَرَجَ فَرَأًى قُبَّتَكَ. فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى
سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ: «مَا
فَعَلَت الْقُبُّةُ؟» قَالُوا: شَكَا إِلَيْنَا صَاحِبُهَا إِعْرَاضَكَ فَأَخْبُرْنَاهُ فَهَدَمَهَا. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّ كَلَّ
بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا إِلَّا مَا لَا» يَعْنِي مَا لَا بُدَّ مِنْهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

اسناده صحيح ، رواه ابوداؤد (5237) ـ

বাংলা

৫১৮৪-[৩০] উক্ত রাবী [আনাস (রাঃ)] হতে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) বের হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি একটি উঁচু গম্বুজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন : এটা কি? সাথীগণ বললেন : এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির। এটা শুনে তিনি (সা.) নীরব রইলেন এবং তা (ঘৃণাভরে) নিজের মনেই রেখে দিলেন। পরিশেষে যখন সেই ঘর ওয়ালা এসে লোকজনের মধ্যে রাসুল (সা.) -কে সালাম করল, তখন তিনি তার দিক হতে চেহারা ঘুরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েকবার করল, এমনকি লোকটি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর অসম্ভুষ্টি এবং তার দিক হতে মুখ ফেরানো অনুধাবন করে রসূল (সা.)-এর সাহাবীদের নিকট ব্যাপারটি প্রকাশ করে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি রসূলুল্লাহ (সা.) -কে (আমার প্রতি) অসম্ভুষ্ট দেখছি। তারা বললেন : রসূল (সা.) এ দিকে বের হয়ে তোমার গম্বুজটি দেখেন (এতে তিনি অসম্ভুষ্ট হন)। এ কথা শুনে লোকটি তার গম্বুজের দিকে ফিরে গেল এবং তা ভেঙ্গে



চুরমার করে জমিনের সাথে মিশিয়ে দিলো। এরপর আবার একদিন রাসূলুল্লাহ (সা.) এদিকে বের হলেন; কিন্তু গমুজটি দেখলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, গমুজটির কি হলো? তারা বললেন : তার মালিক আমাদের নিকট এসে আপনার অসন্তুষ্টির কথা বললে আমরা তাকে এর কারণ অবগত করলাম, অতঃপর সে তা ভেঙ্গে ফেলেছে। তখন রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : সাবধান! একান্ত প্রয়োজনীয় ঘর ব্যতীত অন্য কোন ইমারত তার মালিকের জন্য বিপদ ('আযাবের কারণ হবে)। (আবু দাউদ)

(শাইখ আলবানী (রহ.) প্রথমে এই হাদিসটিকে যঈফ বলেছিলেন, তবে পরবর্তীতে তিনি এটিকে সহিহ বলেছেন)

ফুটনোট

যঈফ: আবু দাউদ ৫২৩৭, হাদীসটির সানাদ য'ঈফ; আমি হাদীসটির ব্যাখ্যাকারের কথা বলেছি, যঈফাহ্ ১৭৪ নং-এ অতঃপর আমার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে যে, তা সহীহ। ফলে আমি তা সিলসিলাতুস সহীহাহ্ ২৮৩০নং-এ উল্লেখ করে দেখুন- হিদায়াতু রুওয়াত ৫১১৩, ৫/১২ পূ.।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (أَمَا إِنَّ كُلُّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ) সাবধান সকল ঘরবাড়ী তার মালিকের জন্য কিয়ামত দিবসে শাস্তির কারণ হবে। এ দ্বারা উদ্দেশ্য সেই ঘরবাড়ী যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৈরি করেছে। উদ্দেশ্য হলো এর দ্বারা অহংকার প্রকাশ করা ও অতিরিক্ত সুখ-সাচ্ছন্দ্যে মেতে থাকা। ঐ ঘর-বাড়ী উদ্দেশ্য নয় যা মানব কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে যেমন মসজিদ, মাদরাসা ও সরাইখানা ইত্যাদি। কেননা এগুলো পরকালের সাওয়াবের উদ্দেশ্যেই বানানো হয়। অনুরূপভাবে মানুষের প্রয়োজনীয় খাবার, পোশাক ও বাসস্থান বানানো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন